



122319 - রোযার কাযা পালন করার পূর্বে বলিম্বরে ফদিয়া প্রদান করার হুকুম

প্রশ্ন

এক মহিলার ওপর রমযানরে কাযা রোযা এবং বলিম্বরে কারণে মসিকনিকে খাবার খাওয়ানো (ফদিয়া) উভয়টি ওয়াজবি হয়েছে। এখন তিনি কি প্রতিটি রোযার জন্য প্রতিদিন খাওয়াবেন, নাকি সব রোযার কাযা পালন শেষে করার পর সব দিনের ফদিয়া একবারে খাবার প্রদান করবেন?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

যে ব্যক্তি রমযানরে কাযা রোযা পালনে বলিম্ব করছে এবং এর মধ্যে পরবর্তী রমযান চলে এসেছে, তার বখান হলো: যদি এই বলিম্ব কোনো ওজররে কারণে হয় যমেন: অসুস্থতা, গর্ভধারণ বা স্তন্যদান ইত্যাদি, তবে তার ওপর শুধু কাযা পালন করা ওয়াজবি; অন্য কিছু নয়। কিন্তু যদি কোনো ওজর ছাড়া বলিম্ব করা হয়, তবে সে গুনাহগার হবে এবং তার ওপর কাযা আদায় করা আবশ্যিক। কাযার পাশাপাশি তার উপর ফদিয়া দেওয়া ওয়াজবি হবে কিনা? এ বিষয়ে ওলামাদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। জুমহুর বা অধিকাংশ আলমেরে মতে, ফদিয়া প্রদান করা আবশ্যিক। আর তা হলো প্রতিদিনের বনিমিয়ে একজন মসিকনিকে খাবার খাওয়ানো। আমরা ইতিপূর্বে 26865 নং প্রশ্নোত্তরে উল্লেখ করেছি যে, অগ্রগণ্য মতানুযায়ী ফদিয়া ওয়াজবি নয়। তবে কউ যদি সতর্কতা হিসেবে তা প্রদান করে, তবে তা উত্তম।

যারা ফদিয়া ওয়াজবি বলেন, তাদের মতে— পরবর্তী রমযান শুরু হওয়ার সাথে সাথে এই ফদিয়া ব্যক্তির জিম্মায় অবধারতি হয়ে যায়। ফলে তিনি চাইলে তখনই তা প্রদান করতে পারেন। আবার কাযা রোযা পালনের সাথে সাথেও দিতে পারেন। তবে জিম্মামুক্ত হওয়ার জন্য দ্রুত প্রদান করাই উত্তম।

'আল-মাওসুআতুল ফকিহিয়াহ' (২৮/৭৬)-এ বলা হয়েছে:

"রমযানরে কাযা রোযা বলিম্ব আদায় করার অবকাশ আছে। কিন্তু জুমহুর ওলামাগণের মতে, এই অবকাশ পরবর্তী রমযান আসার আগে কাযা পালন ছুটে না যাওয়া পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। এর দলিল হলো আয়শো (রাঃ)-এর হাদিস, তিনি বলেন: 'আমার ওপর রমযানরে রোযা বাকি থাকত। আমি শিবান মাস ছাড়া এ রোযা আদায় করতে পারতাম না; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কারণে।' ঠিক যমেনভাবে এক ওয়াক্তরে নামায দ্বিতীয় ওয়াক্তরে নামায আসার আগে আদায় করে নতি হয়।



জুমহুর আলমেদরে মতে, আয়শো (রাঃ) এর পূর্ববোক্ত হাদিসের কারণে কোনো ওজর ছাড়া এক রমযানের কাযা পরবর্তী রমযান পর্যন্ত বলিম্ব করা জায়জে নয়; গুনাহরে কাজ। যদি কিউে এমনটি করে তবে তাকে ফদিয়া দিতে হবে: প্রতিটি দিনে জন্য একজন মসিকনিকে খাবার খাওয়ানো। কারণ ইবনে আব্বাস (রাঃ), ইবনে ওমর (রাঃ) এবং আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে বলছেন যার ওপর রোযা বাকি ছিল কিন্তু সে তা আদায় করার আগেই পরবর্তী রমযান চলে এসেছে: 'সে কাযা পালন করবে এবং প্রতিদিনে বদলে একজন মসিকনিকে খাওয়াবে।' এই ফদিয়া (খাবার খাওয়ানো) হলো বলিম্ব করার কারণে... এবং এটি কাযা পালনের আগে, সাথে বা পরে— যে কোনো সময় প্রদান করা জায়জে।"[সমাপ্ত]

হাম্বলী মাযহাবের ইমাম আল-মরিদাওয়ি (রহঃ) বলছেন:

"কাফফারা হিসাবে যা জায়জে, তা-ই ফদিয়া হিসাবে খাওয়াবে। কাযা রোযা রাখার আগে, সাথে বা পরে খাবার খাওয়ানো জায়জে। ইমাম মাজদ (ইবনে তাইময়িয়াহর দাদা) বলছেন: আমাদের মতে এটি দ্রুত প্রদান করা উত্তম; যাত কল্যাণের দিকে দ্রুত ধাবতি হওয়া যায় এবং বলিম্ব করার আপদ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।"[আল-ইনসাফ: ৩/৩৩৩]

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।